বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারেগপ্রই) এর বর্তমান সরকারের সাড়ে আট বছরের (জানুয়ারী ২০০৯-জুন ২০১৭) সাফল্য-চিত্রের তথ্যাবলী সম্বলিত প্রতিবেদন।

(ক) ২০০৮ সালের অবস্থান ও বর্তমান সরকারের সাড়ে আট বছরের (জানুয়ারী ২০০৯-জুন ২০১৭) সাফল্য-চিত্রের তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নং	২০০৮ সালের অবস্থান	বর্তমান সরকারের সাড়ে আট বছরের (জানুয়ারী ২০০৯-জুন ২০১৭) সাফল্য	সাফল্যের চিত্র
১	২	৩	৪
১।	জার্মপ্লাজম ব্যাংকে সংরক্ষিত তুঁতের জাত ৬০টি।	৪টি তুঁতের জাত সংগৃহিত ও ৯টি তুঁতজাত উদ্ভাবনের ফলে জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁতজাতের সংখ্যা ৬০টি হতে ৭৩টিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।	
২।	বছরে হেক্টর প্রতি তুঁতপাতার উৎপাদন ছিল ৩৭-৪০ মেট্রিক টন।	উচ্চফলনশীল ৯টি জাত উদ্ভাবনের ফলে বছরে হেক্টর প্রতি তুঁতপাতার উৎপাদন ৩৭-৪০ মেঃ টন এর স্থলে ৪০-৪৭ মেট্রিক টনে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।	
৩।	ছিল না।	তুঁতের সাথী ফসলের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে জমির বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করণের পাশাপাশি তুঁতচাষীর বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	
৪।	ছিল না।	তুঁতজমিতে সেচ অবকাঠামো স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে পুষ্টিমান সম্পন্ন অধিক পরিমান তুঁতপাতার উৎপাদন নিশ্চিত হয়েছে।	
৫।	জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীট জাতের সংখ্যা ছিল ৮৫টি।	বর্তমান সরকারের সাড়ে আট বছরে আরও ১৬টি রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের ফলে জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীট জাতের সংখ্যা ৮৫টি হতে ১০১টিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।	
৬।	প্রতি ১০০টি রোগমুক্ত ডিমে রেশমগুটির উৎপাদন ছিল ৫০-৭০ কেজি।	১৬টি উচ্চফলনশীল রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের ফলে প্রতি ১০০টি রোগমুক্ত ডিমে ৫০-৭০ কেজির স্থলে ৭০-৭৫ কেজি রেশমগুটি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।	
৭।	১৮-২০ কেজি রেশম গুটি থেকে ১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা আহরণ করা সম্ভব হত।	উন্নত তুঁত ও রেশমকীটের জাত এবং উন্নত রিলিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের ফলে ১৮-২০ কেজির স্থলে ১০-১২ কেজি রেশমগুটি থেকে ১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে।	

ক্রমিক নং	২০০৮ সালের অবস্থান	বর্তমান সরকারের সাড়ে আট বছরের (জানুয়ারী ২০০৯-জুন ২০১৭) সাফল্য	সাফল্যের চিত্র
১	২	৩	৪
৮।	কটেজ রিলিং মেশিনের সাহায্যে কাঁচা রেশম উৎপাদন করা হত।	স্বল্প সময় ও অল্প ব্যয়ে অধিক মানসম্পন্ন কাঁচা রেশম উৎপাদনের লক্ষ্যে মাল্টিএন্ড রিলিং মেশিন ও পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি উন্নয়ন ও উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে মানসম্পন্ন কাঁচা রেশম উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।	
৯।	প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৭১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল।	রেশম সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তরের লক্ষ্যে এ সময়ের মধ্যে ২৩৩৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
(খ) অন্যান্য অর্জনসমূহঃ			
১।	ছিল না।	প্রতিষ্ঠানের www.bsrti.gov.bd ওয়েবসাইডকে ওয়েব পোর্টালে রূপান্তরিত ও জাতীয় তথ্য বাতায়নের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ওয়েব পোর্টালে ইনস্টিটিউটের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকান্ড, অগ্রগতি, কর্মকর্তাগণের পরিচিতি, বিভিন্ন নোটিশ, প্রতিবেদন ও রেশম চাষ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সহজলভ্য করা হয়েছে।	
২।	ছিল না।	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় সেরিকালচার ইনফরমেশন নামক মোবাইল এ্যাপলিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা গুগল প্লেস্টোরে আপলোড করা হয়েছে। যার ফলে জনগণ রেশমচাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য মোবাইলের মাধ্যমে জানতে পারছেন।	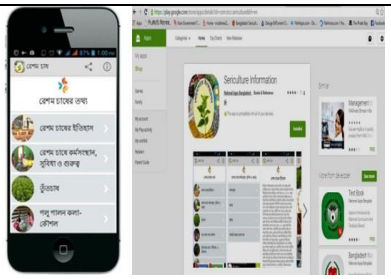
৩।	ছিল না।	প্রতিষ্ঠানে ওয়ানস্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে নাগরিকগণ বিভিন্ন ধরনের সেবা একই ডেস্ক থেকে খুব সহজেই পাচ্ছেন।	
৪।	ছিল না।	মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদানের জন্য **"রেশম ই-সেবা"** নামক একটি ইনোভেশন ধারণা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের রেশমচাষী, মাঠকর্মীদের মোবাইল নম্বরসহ অনান্য তথ্য সম্বলিত ১৫৮০ জনের একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। রেশমচাষীদের বিভিন্ন সময়ে	

ক্রমিক নং	২০০৮ সালের অবস্থান	বর্তমান সরকারের সাড়ে আট বছরের (জানুয়ারী ২০০৯-জুন ২০১৭) সাফল্য	সাফল্যের চিত্র
১	২	৩	৪
		তুঁতচাষ ও পলুপালনে করণীয় বিষয়ক বার্তা মোবাইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে।	
৫।	ছিল না।	ইনস্টিটিউটের সকল সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রম বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত Agriculture Research Management Information System (ARMIS), online database software (www.armis.barcapps.gov.bd) এর মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে।	

স্বাক্ষরিত/-
পরিচালক
বারেগপ্রই, রাজশাহী।